

## প্রতিবাদ নয়, ধিক্কার জানাই!



উপরে বাঁ দিকের ছবিটি দেখুন। স্বাধীন বাংলাদেশের পুলিশ হুইল চেয়ারে বসা একজন পঙ্গু মুক্তিযোদ্ধাকে বুট দিয়ে লাথি মারছে। একান্তরে এই বীরযোদ্ধাটি প্রাণ বাজি রেখে যখন পাক বাহিনীর বিরুদ্ধে লড়াইলেন, তখন কি ভুলে ও তিনি চিন্তা করতে পেরেছিলেন- স্বাধীন বাংলাদেশে এই হবে তাঁর পরিণতি? ডান দিকের ছবিতে দেখা যাচ্ছে- পুলিশ মুক্তিযোদ্ধাদের সন্তানদের পেটাচ্ছে। অত্যন্ত গ্লানিকর এ ঘটনাটি ঘটেছে গত ৭ মে রাজধানী ঢাকায় স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার অফিসের সামনে। পত্রিকার খবর অনুযায়ী- ঐ দিন মুক্তিযোদ্ধারা সমবেত হয়েছিলেন মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্ট এর প্রতিষ্ঠান তাবানী বেভারেজ এর স্থানে প্লাস্টিক বোতল (পিইটি) প্লান্ট স্থাপনের দাবীতে পূর্বনির্ধারিত কর্মসূচীর অংশ হিসেবে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে স্মারকলিপি দেবার উদ্দেশ্যে। পুলিশ সেখানে ব্যরিকেড দেয়, মুক্তিযোদ্ধাদের উদ্দেশ্যে কটুক্তি করে। যোদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধারা এর প্রতিবাদে মেতে উঠলে সরকারের পুলিশ বাহিনী জাতির শ্রেষ্ঠ সন্তান বলে সম্মানিত মুক্তিযোদ্ধাদের অত্যন্ত বেপরোয়া ভাবে পিটুনি দেয় ও হেনস্থা করে। লাঠি দিয়ে আঘাত করেই পুলিশ ক্ষান্ত হয়নি, পাকিস্তান হানাদার বাহিনীর আদলে তারা ও বুট দিয়ে লাথি মেরে শায়েশতা করতে চেয়েছে পঙ্গু মুক্তিযোদ্ধাদের। তিন জন বীর প্রতীক সহ অন্তত ১৫ জন মুক্তিযোদ্ধা পুলিশের পিটুনিতে আহত হন। পুলিশ যোদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধা মোদাচ্ছির হোসেন ও মনসুর আলীকে হুইল চেয়ার থেকে টেনে হিঁচড়ে নামিয়ে পেটায়। ধিক বর্তমান সরকারকে! মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতিষ্ঠানকে রক্ষা করার মুরোদ নেই সরকারের, উলটো পুলিশ দিয়ে পেটালো যখন পঙ্গু মুক্তি যোদ্ধারা সেই প্রতিষ্ঠানটি রক্ষা করতে নিজেরাই রাস্তায় নেমে এলেন।

দুঃখজনক ভাবে লক্ষ করার মত আর একটি ব্যাপার হচ্ছে এই- এ রকম গুরুত্বপূর্ণ একটি খবর অধিকাংশ জাতীয় দৈনিক হাইলাইট করার প্রয়োজন অনুভব করেনি। আমার জানামতে, কেবল দৈনিক জনকণ্ঠ, দৈনিক ভোরের কাগজ ছবি সহ খবরটি ছেপেছে। অন্যান্য পত্রিকা খবরটিকে সম্ভবত অতটা গুরুত্ব দেয়নি। কারণটি কি হতে পারে? অর্থনৈতিক দৈন্য, ভিক্ষাবৃত্তি সহ মুক্তিযোদ্ধাদের মানবতের জীবন যাপনের খবর পত্রিকায় আমরা প্রায় সময়ই পড়ে থাকি। মুক্তিযোদ্ধাদের অবহেলা, লাঞ্ছনার খবর সম্ভবত পত্রিকা ওয়ালাদের কাছে এখন আর আগের মত গুরুত্ব পায় না। পঙ্গু মুক্তিযোদ্ধারা পুলিশের বুটের লাথির আঘাত খেলে ও অধিকাংশ পত্রিকায় তা গুরুত্ব পায় নি। আর তা ঘটেছে যখন দু দু'জন রাজাকার এ দেশে সরকারের প্রভাবশালী মন্ত্রী! এ ভাবেই আমরা সবাই মিলে রাজাকারদের কি জিতিয়ে দিচ্ছি না? আমাদের প্রগতিশীল বুদ্ধিজীবী মহল ও রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দকে ও এই ঘটনার প্রতিবাদে তেমন একটা সরব হতে দেখিনি। রাজাকারের দাপটে আজকাল তাঁরা ও অনুভূতিহীন প্রাণীতে পরিণত হয়ে যাচ্ছেন?

স্বাধীনতা দিবস, বিজয় দিবসে রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দকে চিৎকার করে বলতে শোনা যায়, মুক্তিযোদ্ধারা জাতির শ্রেষ্ঠ সন্তান। বর্তমান সরকার গর্ব করে বলে থাকে, তাঁদের আমলেই মুক্তিযোদ্ধা পুনর্বাসন মন্ত্রণালয় স্থাপিত হয়েছে; দয়া করে করে তাঁরা গত ৭মে সংগঠিত ন্যাক্কারজনক ঘটনাটির দায় ভার স্বীকার করবেন কি? না হলে, আমাদের জানানো হবে কি, এর আগে কবে স্বাধীন বাংলাদেশে প্রধান মন্ত্রীর অফিসের সামনে জাতির শ্রেষ্ঠ সন্তান যোদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধাদের পুলিশের বুটের লাথির আঘাত সহিতে হয়েছে?

আমি উপরোক্ত ঘটনার সাথে সংশ্লিষ্ট পুলিশ ও তাদের কর্তাব্যক্তিদের এহেন বিবেক বর্জিত আচরনের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দাবী করছি।

--জাহেদ আহমদ

[anondomela@yahoo.com](mailto:anondomela@yahoo.com)

ঈং আহিঈ্যাস্ত

১২ মে, ২০০৫

তথ্য সূত্রঃ দৈনিক জনকণ্ঠ (৮ই মে সংখ্যা)

বিশেষ ধন্যবাদঃ মাহবুবুর রহমান জালাল, টেক্সাস